সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার

সকাল থেকে সন্ধে পুণ্য অর্জনের বিভিন্ন মুহূর্ত। কখনও দেখা গেল ভক্তকে পুণ্যস্নান করতে, কখনও দেখা গেল এক খুদেকে, যে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে মাথায় নিয়েছে প্লাস্টিকের টুকরো। এদিকে সন্ধ্যা গড়াতেই চলল আরতিও। ছবি : কৌশিক দত্ত এবং এএফপি

অস্বস্তি ঠেকাতে তৎপর তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি

কল্যাণ প্রসঙ্গে ধুন্ধুমার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : 'মেলা, খেলা, ভোট' বন্ধ করা নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের পালটা হিসেবে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছিলেন, তা ভালো চোখে দেখছেন না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য নিয়ে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি আলোচনা শুরু করেছে। এই মুহূর্তে কল্যাণবাবু তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য সচেতক পদে আছেন। এই পদে থেকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মন্তব্যের বিপরীতে কীভাবে কথা বলা যায়, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক সাংসদ প্রশ্ন তুলেছেন।

তৃণমূল সূত্রে খবর, কল্যাণের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দলের এক শীর্ষনেতার মাধ্যমে মমতা তাঁর নিজের মতামত কল্যাণকে জানিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দল যে কল্যাণের এই 'বেফাঁস মন্তব্য' ভালো চোখে দেখছে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন দলের শীর্ষনেতৃত্ব। সূত্রের খবর, কল্যাণকে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা পাঠানো হতে পারে বলে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান তথা দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় নাম না করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দলের কোনও শীর্ষনেতার মন্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমে কোনও ধরনের মন্তব্য করা অনভিপ্রেত। দলের দায়িত্বশীল পদে থেকে কেউ এই ধরনের মন্তব্য করলে তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা সবাইকেই বলে দিয়েছি এই মুহূর্ত থেকে এই ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে হবে। দল এই ধরনের মন্তব্য ভালো চোখে দেখছে না।'

বেফাঁস কথার জের

- কল্যাণের বেফাঁস মন্তব্য ভালো চোখে দেখছেন না শীর্ষনেতৃত্ব
- তাঁর মন্তব্য নিয়ে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি আলোচনা শুরু করেছে
- কল্যাণকে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা পাঠানো হতে পারে

তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'বিধিনিষেধ জারি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণভাবে একমত। কিন্তু দলে কোনও বিতর্ক থাকলে তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করাটা একেবারেই শোভন নয়। এই ধরনের ঘটনা যাঁরা ঘটাচ্ছেন, তাঁদের কাছে এটা কাম্য নয়।'

> দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সমস্ত বিষয়টি নজরে রেখেছে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান পার্থ চট্টোপাধ্যায় পুরো বিষয়টি দেখছেন। দল কোনও সিদ্ধান্ত নিলে নেবে।
>
> – কুণাল ঘোষ

হুগলিরই অপর সাংসদ অপরূপা পোদ্দার বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। কিন্তু তাঁর মন্তব্য নিয়ে কল্যাণবাবু যা মন্তব্য করেছেন, তা কখনই আমরা সমর্থন করি না। কারণ, দলের যিনি নেতা তাঁকে মানতে হবে। কল্যাণবাবু লোকসভার চিফ হুইপ পদে আছেন। তিনি এই পদে থেকে এ ধরনের মন্তব্য কী করে করলেন? তাঁর তো এই মন্তব্য করার আগে পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত ছিল। তিনিও তো কার্যত দলবিরোধী মন্তব্য করলেন।' তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সমস্ত বিষয়টি নজরে রেখেছে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান পার্থ চট্টোপাধ্যায় পুরো বিষয়টি দেখছেন। দল কোনও সিদ্ধান্ত নিলে নেবে।'

গত শনিবার ডায়মন্ড হারবার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে তাঁর নিজের নির্বাচনি এলাকায় একগুচ্ছ বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন অভিষেক। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে ৫৩ হাজার করোনা পরীক্ষাও ওই লোকসভা কেন্দ্রে করার উদ্যোগ নেন অভিষেক। সেখানে সংক্রমণও কমেছে। বুধবার শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ খোলেন। তিনি অভিষেককে নিশানা করেন, যদিও দলনেত্রীর বিরুদ্ধে একটি শব্দও খরচ করেননি। বলেন, 'অভিষেক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর পদকে সমর্থন করি। এই পদে থেকে ব্যক্তিগত মত বলে কিছু হতে পারে না। আমি একজনকেই নেতা বলে মানি, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য কাউকে নেতা বলে মানি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন আছেন, ততদিন আমি এই দলে আছি।' কল্যাণের এই মন্তব্য দল মোটেও ভালো চোখে দেখছে না।

বামেদের ইস্তাহার এবার ডিজিটাল

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : আগেই শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচনের ইস্তাহার প্রকাশ করেছিল বামেরা। এবার চন্দননগর, বিধাননগর ও আসানসোলের নির্বাচনি ইস্তাহারও প্রকাশ করল তারা।

ডিজিটাল ডিভাইসের সঙ্গে বৈরিতা ভুলে এবার বামেদের ইস্তাহার পুরোপুরি ডিজিটালাইজড। কলকাতা পুরসভার ঢঙেই বাকি পুরসভার ইস্তাহারেও গ্রাফিক্স এবং ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহারে অভিনবত্ব এনেছে আলিমুদ্দিন। ৪ পুরসভার নির্বাচনে স্থানীয় মৌলিক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি মূলত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ, কর্মসংস্থান ও পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়েছে তারা।

অফলাইনে মাধ্যমিকের আশা

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : কোভিড আবহেও অফলাইনে মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এখনও আশাবাদী। মাধ্যমিক টেস্ট পেপারের উদ্বোধনে এই বিষয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, '৭ মার্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। আমাদের প্রস্তুতি ঠিকই আছে। এখনও সময় আছে। আমাদের ধারণা, করোনা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আমরা নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা করানোর ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।'

দূরত্ববিধি আর মাস্কের সঙ্গে যেন পুণ্যের লড়াই

সাগরদ্বীপ, ১৪ জানুয়ারি : দূরদূরান্ত থেকে ট্রেনে, বাসে অনেক কষ্ট করে এসেছেন তাঁরা। গ্রামেগঞ্জে বসবাসের সূত্রে অনেকেরই মাস্ক, স্যানিটাইজার ইত্যাদি করোনাবিধির সঙ্গে সেভাবে পরিচয় পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। শুধু মনে রয়েছে অটল বিশ্বাস। মাহেন্দ্রক্ষণে একবার পুণ্যডুব দিতে পারলেই হবে জন্মান্তরের পাপক্ষালন। এজন্যই বহু কষ্ট করে করোনা পরীক্ষা, টিকার ডোজ, পুলিশের খবরদারি সব চাপ সহ্য করে ছুটে এসেছেন পুণ্যাতুর মানুষগুলি। কারণ তাঁরা শুনেছেন, সব তীর্থ একবার, গঙ্গাসাগর বারবার।

অন্য বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের গুঁতোগুঁতি করে মাহেন্দ্রক্ষণে ডুব দেওয়ার দৃশ্য নজরে আসে। তুলনায় এবার আদালতের ভয়ে কাঁপতে থাকা প্রশাসনের নিয়মকানুনের জটিল বেড়া পেরিয়ে তেমন বেশি মানুষ এসে পৌঁছোতে পারেননি সাগরদ্বীপে। তবু যাঁরা কোনওভাবে পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের ঠেকায় সাধ্য কার।

শুক্রবার ভোররাত থেকেই তাই বিশ্বাসে ভর করে মানুষ পুণ্যস্নানের টানে স্নান শুরু করে দেন গঙ্গাসাগরে। সাগরে তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। সঙ্গে বইছে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া। তবু স্নানের টানে কোনওমতে ঠেলাঠেলি করে নেমে পড়েছেন সাগরের জলে। তখন দূরত্ববিধি আর মাস্কের সঙ্গে যেন পুণ্যের লড়াই।

এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই ভোররাত থেকে সেখানকার ছবি তুলে ধরেছেন কয়েকশো সাংবাদিক, আলোকচিত্রী। সমুদ্রতীর থেকে তাঁরা উত্তেজনাভরা গলায় দর্শকদের জানাচ্ছেন, 'করোনাবিধি উড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ এখন নেমে পড়েছেন পুণ্যস্নান করতে।'

স্নান করে তীরে উঠে আসা মাত্রই আধভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির সামনে ধরা হচ্ছে বুম, ভেসে আসছে প্রশ্ন। আপনার মাস্ক কোথায়? কেন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে স্নান করছেন? পুণ্যার্থীদের মনে তখন ইচ্ছাপূরণের সন্তোষ। সেইসঙ্গে রয়েছে প্রশাসনের ভয়। তড়িঘড়ি মাস্ক থুতনি থেকে মুখের ওপর টেনেই ক্যামেরার সামনে থেকে সরে পড়েন তাঁরা।

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা অবশ্য বলেছেন, 'অন্যবারের তুলনায় এবছর ভিড় বেশ কমই হয়েছে।' আরেক ধাপ এগিয়ে রাজ্যের অপর মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেছেন, 'আদালতের রায় মেনেই ৫০ জনের এক-একটি দল গড়ে সমুদ্রে নামতে দেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে ভিড় করে স্নান করার মতো ঘটনা ঘটেনি।'

শশী পাঁজা ভিড়কে কম বলায় তাঁর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, 'ভিড় কথাটি আপেক্ষিক। ভিড় মানে ঠিক কত? ৫ লক্ষের বদলে ২ লক্ষ লোক? পরবর্তী ক্ষেত্রে সংক্রমণ ছড়ালে শশী পাঁজা কি স্বীকার করবেন যে তাঁরা দায়ী?'

স্নান এড়াতে ব্যবস্থা ছিল ই-স্নানের। কিন্তু বিজ্ঞান আর বিশ্বাসে বোধ হয় বিরোধ অনেকটাই। তাই ই-স্নানের দিকে বেশি কেউ ঘেঁষতে চাননি। বরং গাদাগাদি পুজো চলেছে কপিলমুনির মন্দিরেও। সমীদ্রসৈকতে পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি থাকলেও পুণ্যার্থীদের স্নানে কাউকে বাধা দিতে দেখা যায়নি।

রবিবার দুপুর পর্যন্ত চলবে স্নান পর্ব। ততক্ষণ টানটান উত্তেজনা রয়েছে প্রশাসনের পুরো দলের মধ্যে। ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে আদালতের নজরদারি কমিটি। এত মানুষের মধ্যেও ভিআইপির সংখ্যা কম নয়। স্নান করেছেন পুরীর শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিয়েছেন রাজ্যের তৃণমূল মন্ত্রীদের পাশাপাশি বিজেপি নেত্রী উমা ভারতীও। অরূপবাবু জানিয়েছেন, এরই মধ্যে ই-স্নান করেছেন ২,৭৮,৭৮০ জন পুণ্যার্থী। ই-দর্শন সেরেছেন ২ কোটি ৭৮ হাজার মানুষ।

ইস্তাহার প্রকাশে সৌগতর সতর্কবার্তা

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : স্বচ্ছ নগরায়ণ এবং একাধিক নাগরিক পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুক্রবার চার পুরসভা ভোটের ইস্তাহার প্রকাশ করল তৃণমূল। এদিন সল্টলেকের দিশারি ভবনে তৃণমূলের ইস্তাহার প্রকাশ হয়। বিধাননগরে সবচেয়ে বড় সমস্যা গাড়ি পার্কিংয়ের। সেই সমস্যা দূর করার পাশাপাশি শহর এবং পার্কগুলির সৌন্দর্যায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২৪ ঘণ্টা পানীয় জল, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা এবং বস্তি উন্নয়নে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

এদিন চন্দননগর এবং আসানসোল পুরভোটের জন্য একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সেখানেও বস্তি উন্নয়ন, নিকাশি ব্যবস্থা এবং ২৪ ঘণ্টা পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এদিন ইস্তাহার প্রকাশ করে প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'মানুষ নিজে ভোট দেবে। কোনও গণ্ডগোল, অশান্তি বরদাস্ত করবে না।' ২০১৫ সালের পুরসভা ভোটে বিধাননগরে ব্যাপক অশান্তি হয়েছিল, হয়েছিল বোমাবাজিও। সল্টলেকের মানুষ তা ভালো চোখে নেননি। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে সল্টলেকের সবকটি ওয়ার্ডে তৃণমূল হেরে যায়। তাই এদিন সৌগতবাবু বলেন, 'কেউ গোলমালের চেষ্টা করলে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে। আমরা উন্নয়ন দিয়েই ভোটে জিতব।' তবে এদিন উল্লেখযোগ্যভাবে ২০১৫ সালের ভোটে যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠেছিল, সেই দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু একটি কথাও বলেননি।

করোনায় মৃত্যুতে রাজ্যে রেকর্ড, বাড়ছে চিন্তা

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : রাজ্যে করোনায় মৃত্যুসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শুক্রবার স্বাস্থ্যভবন থেকে করোনা বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় ঢেউয়ে এপর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় মৃত্যুতে এটাই রেকর্ড। এর মধ্যে অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। এতেই গভীর উদ্বেগে পড়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তারা।

বুলেটিন অনুযায়ী শুধু কলকাতাতেই মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। তবে মৃত্যুতে শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে ৮ জন মারা গিয়েছেন। লাগোয়া জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলিতে ২ জন করে মারা গিয়েছেন। হাওড়ায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এদিন পজিটিভিটি রেট সামান্য বেড়েছে। বৃহস্পতিবার সংক্রমণের হার নেমেছিল ৩০.৮৬ শতাংশে। এদিন তা সামান্য বেড়ে হয়েছে ৩১.১৪ শতাংশ। আগের দিনের তুলনায় নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা ১ হাজার বাড়ানো হয়েছে। এদিন ৭২,৭২৫টি নমুনা পরীক্ষা করে ২২,৬৪৫ জনকে পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। সংক্রমণের শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। এখানে ৬,৮৬৭ জন সংক্রামিত।

রাজ্য সরকার লাগামছাড়া সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে করোনা রোগীদের চিকিৎসায় বেশকিছু বিধিতে বদল এনেছে। গড়ে কোনও এলাকার সবাইকে করোনা পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। এর আগে আইসিএমআরও একই কথা বলেছিল। উপসর্গহীন লোকেদের তখনই পরীক্ষা করা দরকার, যদি তাঁরা সংক্রামিতদের সংস্পর্শে আসেন।

এছাড়া আন্তর্জাতিক সফর করার আগে ও পরে পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। উপসর্গহীন ও মৃদু উপসর্গের রোগীদের বাড়িতেই নিভৃতবাসে থাকা বা সেফ হোমে চিকিৎসা করানো যেতে পারে। তবে কারও শ্বাসকষ্ট বা ৭ দিনের বেশি অধিকমাত্রায় জ্বর থাকলে, ফিরে ফিরে জ্বর এলে, বুক ধড়ফড় করলে, বুকে ব্যথা অনুভব করলে, প্রচণ্ড কাশি হলে, অক্সিজেনের মাত্রা ৯৪ শতাংশের নীচে গেলে সেগুলিকে বিপদের লক্ষণ বলে ধরতে হবে। এর পাশাপাশি যেসব রোগীর বয়স ৬০-এর বেশি বা ডায়াবিটিস সহ অন্যান্য কোমরবিডিটি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারির প্রয়োজন।

মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য দপ্তর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে দিয়েছে। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন এসএসকেএমের গ্যাসট্রোএনটেরোলজি বিভাগের প্রধান ডাক্তার গোপালকৃষ্ণ ঢালি।

পড়ুয়াদের টিকাকরণ। মহেশ্বরী গার্লস স্কুলে। শুক্রবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

এছাড়া 'ডক্টর অন হুইলস'-এর অন্যতম কারিগর ডাক্তার অভীক ঘোষ ও বেলেঘাটা আইডির ডাক্তার সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন। এদিকে কলকাতা বিমানবন্দরে আরও ১১ জন যাত্রীর শরীরে করোনা সংক্রমণের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। কলকাতা পুলিশে এদিন নতুন করে ৪১ জন অফিসার-কর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে।

তারাপীঠেই গঙ্গাসাগর

রামপুরহাট, ১৪ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে শুক্রবার দুপুরে গঙ্গাসাগরের জল এসে পৌঁছাল তারাপীঠ মন্দিরে। সেই গঙ্গাজলে মা তারার দুটি চরণ ধোয়ানোর পাশাপাশি মন্দির চত্বরে থাকা অন্যান্য মন্দিরও ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা গঙ্গাস্নান যাত্রায় যেতে পারেননি, তাঁরা তারাপীঠে এসে ওই জল মাথায় নিয়ে সেই সাধ পূরণ করলেন।

করোনার কারণে এবার গঙ্গাসাগর মেলায় জমায়েত কমানোর আবেদন জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে গঙ্গাসাগরের জল পাঠানো হয়েছে।

মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের কাছে আগেই খবর ছিল মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে জল পাঠাচ্ছেন। আমরা সেইমতো প্রস্তুত ছিলাম। গঙ্গাসাগরের চার নম্বর ঘাট থেকে জল এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে খুশি তারাপীঠে পুজো দিতে আসা পুণ্যার্থীরাও।

কলকাতা থেকে তারাপীঠে আসা অভীক রায় বলেন, 'এবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে স্নানের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অতিমারির জন্য সেই ইচ্ছে পূরণ হয়নি। তাই তারাপীঠ চলে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে যে গঙ্গাসাগরের জল পাব ভাবতেও পারিনি। তারাপীঠ মন্দিরে গঙ্গাসাগরের জল পেয়ে আমরা ধন্য।'

তারাপীঠ মন্দিরে গঙ্গাসাগরের জল। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

বিধি মেনে মকর সংক্রান্তি

ভ্যান চালিয়ে পুণ্যস্নানে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ঝাড়খণ্ডের মহাদেব ঠাকুরের বাহন বলতে একটি ভ্যান। তাতেই সওয়ার হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সুদূর ঝাড়খণ্ড থেকে গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির স্নান করতে এলেন মহাদেব। স্ত্রীকে সঙ্গী করে ১০৩ দিন প্যাডেল ঘুরিয়ে অবশেষে গঙ্গাসাগরে পৌঁছোলেন ঝাড়খণ্ডের ভ্যানচালক।

ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার বাসিন্দা মহাদেব। বয়স ৫০-এর কোটা পেরোলেও এত পরিশ্রমের পরেও কোনও ক্লান্তি নেই তাঁর মুখে। জানালেন, সূর্য ওঠার আগেই স্নান সেরে আবার ফেরার পথ ধরবেন তাঁরা। তাঁর স্ত্রী বলেন, 'আমাদের সন্তানসন্ততি সকলের মঙ্গলকামনায় এতটা পথ পাড়ি দিয়ে স্নান করতে এসেছি। স্নান হল, এবার পুণ্য বয়ে নিয়ে যাব তাঁদের জন্য।'

পুণ্যার্থী থেকে পুলিশ বেশি

দুবরাজপুর, ১৪ জানুয়ারি : হাতেগোনা কয়েকজন পুণ্যার্থী নিয়ে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল শতাব্দীপ্রাচীন জয়দেব-কেন্দুলির মেলা। স্নানাঘাটে পুণ্যার্থীদের থেকে পুলিশের সংখ্যা বেশি।

দোকানপাট বসলেও খদ্দের নেই। ঢোলক নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছেন শ্রীদাম দাস। তিনি বললেন, '২ দিন হল এসেছি। একটিও ঢোলক বিক্রি হয়নি। গাঁটের কড়ি ভেঙেই খাওয়াদাওয়া চলছে।' মেলায় বসেছে নাগরদোলা। যাত্রী নেই। সবারই একই কথা, এই ধরনের মেলা এই প্রথম। পাশাপাশি এদিন বক্রেশ্বর ধামেও পুণ্যার্থীদের আনাগোনা কম ছিল।

তিনদিন আগেই মায়ের মৃত্যু

আসানসোল, ১৪ জানুয়ারি : বার্নপুরে মায়ের মৃত্যুতে তিন ভাইবোনের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকাশ, মৃতদেহ উদ্ধারের তিনদিন আগে গীতা করের মৃত্যু হয়েছে। মায়ের মৃতদেহ নিয়ে তিনদিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন তিন ভাইবোন। তিন ভাইবোনের দেহেই কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া গিয়েছে। এদিন সকালে চিকিৎসারত মায়া করের মৃত্যু হয়। আসানসোলের এই ঘটনা কলকাতার রবিনসন স্ট্রিটের ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

সুকান্তর ছুটি

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : করোনামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। গত রবিবার সর্দি, কাশি, জ্বর সহ একাধিক উপসর্গ নিয়ে ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন সুকান্ত। তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় চিকিৎসকরা চিন্তিত ছিলেন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্তের নির্দেশ

আদালত সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : রাজ্যের উদ্বেগজনক করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঝাড়গ্রাম জঙ্গলমহল উৎসব বন্ধ করার ব্যাপারে জেলা শাসককে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে।

মেলা কীভাবে করতে চাইছে রাজ্য, সেই ব্যাপারে রাজ্যের আইনজীবীর কাছে রিপোর্ট চেয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি। রাজ্যের তরফে জানানো হয়, আগে জঙ্গলমহল উৎসব একটা জায়গায় করা হত। কিন্তু এই বছর করোনার কথা মাথায় রেখে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে আলাদা করে ছোট ছোট মেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ঝাড়গ্রাম জেলা শাসককে প্রধান বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় জঙ্গলমহল উৎসব বন্ধ করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দা প্রতীক মৈত্র। মামলাকারীর বক্তব্য, করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার জন্য রাজ্য সরকার স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ মেলা করার অনুমতি দিচ্ছে। আদালতে তিনি দাবি করেন, 'জেলার সংক্রমণের কী পরিস্থিতি, সেই ব্যাপারে আদালতে জানানো হোক।'

জঙ্গলমহল উৎসব

রাজ্যের তরফে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল সম্রাট সেন জানান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ আরও কয়েকটি জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রত্যেক বছর পৌষ সংক্রান্তির সময় জঙ্গলমহল উৎসব করা হয়। চলতি বছরের ১৭-১৯ জানুয়ারি ঝাড়গ্রাম জেলায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। হাইকোর্টে মেলা বন্ধের বিষয়ে জেলা শাসককে যেভাবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন।

ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত আসানসোলের অজিত

আসানসোল, ১৪ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া যাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন আসানসোলের রেলকর্মী অজিত প্রসাদ (৩৩)। তাঁর বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের হিরাপুর থানার বার্নপুরের রাধানগর রোডের তালপুকুরিয়ায়।

মাত্র ৬ বছর আগে অজিত প্রসাদ রেলে চাকরি পেয়েছিলেন। গত বছর ২৬ এপ্রিল অজিত প্রসাদের বিয়েও হয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রসাদ পরিবারের সদস্যরা শোকস্তব্ধ।

রেলের ট্র্যাক মেনটেনার পদে চাকরি পাওয়া অজিত প্রসাদ বর্তমানে উত্তরবঙ্গের মালেগাঁও ডিভিশনে গেটম্যান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন অজিত প্রসাদের দাদা সুজিত ও ছোট ভাই অমরজিৎ প্রসাদ।

এদিন সন্ধ্যায় অজিত প্রসাদের কাকা বাব্বন প্রসাদ জানান, ওখানে দুই ভাইপো অজিতের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরে হাতে পেয়েছে। ওরা মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তই গৃহীত হওয়ায় তৃপ্তি। বৃষ : আজ ঋণ শোধ করতে হতে পারে। বন্ধুর সহায়তায় কাজে অগ্রগতি। মিথুন : অন্যায়কারীকে চিনতে পেরে স্বস্তি। শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। প্রেমে শুভ। কর্কট : কাউকে অহেতুক উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। মায়ের রোগ মুক্তি। সিংহ : গৃহে পূজার্চনার উদ্যোগ। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। গৃহসংস্কারে নেমে পড়শির বিরোধিতায়। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে আপনার ভুলেই সমস্যার উদ্রেক। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। তুলা : ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। দূরের প্রিয়জনের কাছ থেকে সুসংবাদ আসবে। বৃশ্চিক : অকারণেই সমস্যা আসতে পারে। আজ মাথা ঠান্ডা রাখুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। ধনু : অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। অন্য কোনও কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মকর : বাবার পরামর্শে ব্যবসায়িক সমস্যা কেটে যাবে। সন্তানের সৃজনশীল কাজের জন্য গর্ব। কুম্ভ : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। পথে চলতে আজ সতর্ক থাকুন। মীন : প্রেম নিয়ে অকারণ উৎকণ্ঠা। নতুন জমি ক্রয়ের সুযোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ শনিবার ১ মাঘ, ১৪২৮, ভাঃ ২৫ পৌষ, ১৫ জানুয়ারি, ২০২২, ২৯ পুহ, সংবৎ ১৩ পৌষ বদি, ১১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৮। শনিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১২।৫৪। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ১১।৫১। ব্রহ্মযোগ দিবা ৩।৩৪। কৌলবকরণ দিবা ১১।৪৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।৫৪ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১০।৩৩ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ১১।৫১ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১২।৫৪ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৪৬ মধ্যে ১।৭ গতে ২।২৭ মধ্যে ও ৩।৪৮ গতে ৫।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৮ মধ্যে ও ৪।৪৬ গতে ৬।২৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৭।৪৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৯।১৮ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১১।৫১ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৭।৪৬ গতে ৩।৪৮ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১২।৫৪ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্বাহ্ন ১০।০ মধ্যে কুর্মাদ্বাদশীব্রতের পারণ। পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও স্থানে সায়ংকালে বহিঃপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপুজো। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব। অমৃতযোগ-দিবা ১০।০ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৭ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১৬ গতে ২।০ মধ্যে ও ২।৫২ গতে ৪।৩৬ মধ্যে।